Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১২ জানুয়ারি , ২০১৬

৩৯ বর্ষ ২ সংখ্যা ১১ জানুয়ারি,২০১৬, সোমবার, ২৫ পৌষ,১৪২২

বি পি এম ও-র পদযাত্রা ও সমাবেশ হবে সন্ত্রাস কবলিত কেতুগ্রামেও

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : ১১৩টি গণ-সংগঠনের যৌথমঞ্চ বি পি এম ও (বেঙ্গল প্ল্যাটফর্ম অফ মাস্ অর্গানাইজেশনস্)-এর ডাকে নভেম্বর মাসে দ্বিতীয় পক্ষে জাঠা কর্মসূচি ব্যাপক মানুষকে আন্দোলিত করেছে বর্ধমান জেলায়। জাঠা মিছিলগুলি যখন মাঠের পর মাঠ, গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে এক-একটা এলাকায় এগিয়েছে। রাস্তার দু-ধারে মানুষ স্বাগত জানিয়েছেন জেলার সর্বত্রই। সে শিল্পাঞ্চলই হোক বা কৃষি অঞ্চলের সন্ত্রাস-কবলিত এলাকাগুলি যেখানে দীর্ঘদিন বামপন্থীরা কোনো কর্মসূচি নিতে পারেননি, তেমন এলাকাতেও মানুষের উৎসাহ জাঠা কর্মীদের বিশ্বাসকে বাড়িয়েছে, দ্বিগুণ করেছে। শহর থেকে গ্রাম সর্বত্রই এই জাঠা কর্মসূচি ব্যাপক মানুষকে পথে নামিয়েছে। বর্ধমান জেলার এমনই এক অঞ্চল হল কেতুগ্রাম থানার সন্ত্রাস কবলিত এলাকা। ২০০৯-এর লোকসভা নির্বাচনের পর থেকে এই এলাকার ১৪৬টি বুথই সন্ত্রস্ত। পার্শ্ববর্তী বীরভূম জেলার সংলগ্ন এলাকাও সন্ত্রাস কবলিত। সেই এলাকাতেও জাঠা কর্মসূচি হচ্ছে দ্বিতীয় পর্যায়ে। রাজ্য স্তরে যেমন শিল্পের দাবিতে সিঙ্গুর থেকে শালবনি আবার হলদিয়া থেকে শালবনি—দুটি পদযাত্রা হবে ১৬ জানুয়ারি। তেমনি ২০ জানুয়ারি পাঁচুন্দি থেকে পুঁটিশাঁকোতে এক পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হবে। পুঁটিশাঁকোতেই অনুষ্ঠিত হবে সমাবেশটি। সমাবেশে বক্তব্য রাখবেন, সি পি আই(এম)-এর পলিট ব্যুরোর সদস্য মহম্মদ সেলিম ও বিভিন্ন গণ-সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

ছাত্রদের মধ্যে বিজ্ঞান চর্চার প্রসার ঘটাতে

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের বিশেষ কর্মশালা কালনায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৮ জানুয়ারি : অন্ধবিশ্বাস, কু-সংস্কারমুক্ত সমাজ গড়তে এবং মানুষের জীবনের মানোন্নয়ন ঘটাতে চাই বিজ্ঞান চর্চার প্রসার। আন্তর্জাতিক আলোক ও আলোক প্রযুক্তিবর্ষকে স্মরণীয় করতে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ বিজ্ঞানচর্চা প্রসারে রাজ্যজুড়ে কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সেই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হচ্ছে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের বিজ্ঞানমনস্ক গড়ে তোলা। সেই কর্মসূচিরই অংশ হিসাবে আজ কালনা শহরে ২৯টি স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এই কর্মশালায় তাদের ল্যাবরেটারিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার যন্ত্রপাতি তৈরি ও তার ব্যবহার শেখানো হয়। কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন আয়োজক সংস্থার বর্ধমান জেলা সম্পাদক চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ পাল, দুই প্রশিক্ষক মনোজ সাহা, স্বপন মাঝি প্রমুখ।

বাজার থেকে ল্যাবটারির জন্য যন্ত্রপাতি না কিনে, নিজেদের তৈরি করা যন্ত্রপাতি দিয়েই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোর কথা বলা হচ্ছে কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে প্রশিক্ষকরা বলেন, এতে ছাত্র-ছাত্রীরাও বাড়িতে গিয়ে বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি তৈরি করতে আগ্রহী হবে। তাদের আগ্রহ বাড়বে। বিজ্ঞানের নতুন নতুন দিক তাদের সামনে খুলে যাবে। এদিন একটি কাটা বৈদ্যুতিক বাল্ব দিয়ে একটি টেলিস্কোপ তৈরি করা শেখালেন। এই টেলিস্কোপের মধ্য দিয়ে একটা পিপড়ের পাগুলো পর্যন্ত দেখতে পেলেন সবাই। বাজার থেকে টেলিস্কোপ কিনে পিঁপড়ের পা দেখতে হলে ছ'হাজার টাকা গুনতে হবে। যা অনেকের পক্ষেই সম্ভবপর নয়। অথচ একটা বাড়ির কাটা বাল্ব দিয়ে সব ছাত্র-ছাত্রীই সহজে তৈরি করে নিতে পারবে একটি টেলিস্কোপ।

স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ১০ জানুয়ারি : মেমারির বাগিলা কানাইলাল পাল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিচালনায় ও সারদা সংঘের সহযোগিতায় এদিন বাগিলা প্রাইমারি স্কুলে এক স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। স্বাস্থ্য শিবিরে ১৫০ জনের চক্ষু পরীক্ষা, ঔষধ ও চশমা বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। ৫০ জনের দাঁতের পরীক্ষা ও ঔষধ দেওয়া হয়। এছাড়াও ৫০ জন দুস্থ মানুষদের কম্বল বিতরণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তপন পাত্র, শিক্ষক-শিক্ষিকারা এবং সারদা সংঘের সদস্যরা।

বাইক বাহিনীর দাপটে ক্ষুব্ধ মানুষ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কেতুগ্রাম : তৃণমূল-কংগ্রেসের বাইকবাহিনীর দাপট দেখল এখানকার অম্বলগ্রাম ও আশপাশের মানুষ। গত ৪ ও ৫ জানুয়ারি শতাধিক মোটরবাইক এই শান্ত গ্রামে ঢুকে নিজেদের দাপট দেখিয়ে গেল। অকারণ এই দাপাদাপিতে এলাকার মানুষ ক্ষুব্ধ। ছিল অম্বলগ্রাম শ্রীগোপাল সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি'র নির্বাচন। সমিতির নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বাইকবাহিনীর দাপাদাপি মানুষকে ক্ষুব্ধ করেছে। গণতান্ত্রিক ভোটদানের ওপর ভরসা না রেখে এমন কাজ করতে হলো তৃণমূলি দুষ্কৃতীদের বলে সমবায়ী এবং সমবায়ের সদস্যরা মনে করছেন।

মন্ত্রী, বিধায়ক এনেও ফ্লপ কালনার পর্যটন মেলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৬ জানুয়ারি : বিধানসভার অধ্যক্ষ, জোড়া গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী, পাহাড় থেকে বিধায়ক এনেও জমলো না কালনা পর্যটন মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যে আজ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রায় সমস্ত চেয়ারই ছিলো ফাঁকা। শুধু তাই নয়। নামে পর্যটন মেলা হলেও মেলায় পর্যটনের কোনো স্টল না থাকায় বিভাগীয় মন্ত্রী উষ্মা প্রকাশ করেন।

কালনার বিধায়ক বিশ্বজিৎ কুণ্ডুর উদ্যোগে আজ কালনা পর্যটন মেলার উদ্বোধন হয়। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই মেলা চলবে আরও পাঁচ দিন। এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, পর্যটন মন্ত্রী ব্রাত্য বসু, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পমন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, কালিম্পং-এর বিধায়ক ডঃ হরকা বাহাদুর ছেত্রী সহ সমাজের বিশিষ্টজনেরা।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পর্যটন মন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, রাজ্য সরকারের পর্যটন দপ্তরের অর্থানুকূল্যে এই মেলা হচ্ছে। অথচ সেই পর্যটন দপ্তরের নামে কোনো স্টল নেই। আছে মোগলাই পরোটা, ফিস ফ্রাই, হাজি বিরিয়ানির স্টল। এটা বড় পরিতাপের বিষয়। তিনি সগর্বে বলেন, পর্যটন দপ্তর কালনার মন্দির চত্বরে ৫৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করে লাইট এন্ড সাউন্ড সিস্টেম চালু করেছে। মন্ত্রী যাই বলুন না কেন কালনার মানুষ সেই ৫৬ লক্ষ টাকার সাউন্ডও শুনতে পান না, আর লাইটও দেখতে পান না। এদিন না শোনা না দেখার আক্ষেপ ধরা পড়লো বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়-এর বক্তব্যেও। তিনি বলেন, আমি প্রথম কালনায় এলাম অথচ কালনার লাইট এণ্ড সাউন্ড সিস্টেম দেখার সৌভাগ্য হল না। পাহাড়ের বিধায়ক হরকা বাহাদুর ছেত্রী কালনা শহরের রাস্তাঘাট নিয়ে খেদ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, আপনারা বলেছেন, কালনাকে পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলবেন। কিন্তু প্রথমেই ধাক্কা খাবেন আপনারা রাস্তাঘাট নিয়ে। ভাঙা চোরা রাস্তাঘাট কখনই পর্যটন টানার ক্ষেত্রে অনুকূল নয়। তবে তিনি কালনার ১০৮ শিব মন্দির দেখে ভূয়সী প্রশংসা করেন।

এদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কালনার একটি স্কুল থেকে ছাত্রীদের আনা হয় পড়াশোনা বন্ধ করে দিয়ে। তাদের মঞ্চের সামনে ঘোড়াফেরা করতে দেখা যায় পর্যটন মেলার ক্যাপ পড়ে। ছাত্রীরা জানায় তাদের স্কুল চালু আছে। পড়াশোনা বন্ধ করেই তাদের এখানে হাজির থাকতে হয়েছে।

সরকারি সহায়ক মূল্যে ধান কেনা

ফুল হয়রানি সঙ্গে ৫০ শতাংশ হতাশা ফ্রি

শীতটা দু'দিন হলো একটু জাঁকিয়ে পড়েছে। পঞ্চাকাকা দু'দিন বাড়ি থেকে বেরও হচ্ছেন না। বয়সটাও তো বাড়ছে। শীতকালের ভোর। কাকা সকালে উঠে পূর্বদিকের বাংলা পিড়েতে একখানা মোটা কম্বল পেতে খদ্দরের চাদরটি গায়ে চাপিয়ে রেডিওটি পাশে নিয়ে সকালের মিষ্টি রোদ গায়ে নেন। সঙ্গে এক বাটি মুড়ি আর কাঁচের গ্লাসে এক গ্লাস লাল চা। চা-মুড়ি খেতে খেতে রেডিও শোনার অভ্যাস কাকার সেই মধ্যবয়স থেকেই। বন্দেমাতরম দিয়ে আকাশবাণী খোলা থেকে শুরু করে প্রভাতী অনুষ্ঠান, স্থানীয় সংবাদ, আবহাওয়ার খবর সব পর পর শোনেন আর গতকালের খবরের কাগজটায় চোখ বোলান। গ্রামে যেহেতু দৈনন্দিন কাগজ আসতে বিকেল হয়ে যায়, তাই আগের দিনের কাগজটা ভালো করে পড়ার সুযোগ পান। আস্তে আস্তে দু-একজন করে বেশ কয়েকজন হাজিরও হন কাকার শীতকালীন বৈঠকিতে। যাঁরা পড়তে পারেন তারাও কাগজটা একটু উল্টেপাল্টে দেখেন, কেউ কেউ জোরে জোরে পড়ে অন্যদের শোনান। কেউ আবার রেডিওটাই শোনেন। একেবারে জমজমাট আড্ডা এবং সঙ্গে তথ্য আদান-প্রদানের এক বৈঠকী সম্মেলন।

দুগ্গা বাগ এই আড্ডার প্রতিদিনের খদ্দের। সে এসে এক কাপ চা খেয়ে, একটা বিড়ি ধরিয়ে কম্বলের ঠিক পাশে বসে রেডিওতে খবর শোনে। আজ খবর শুনতে শুনতে বলে উঠলো, কি গো খুড়ো আমাদের কি ধান-টান এবার বিক্রি হবে না নাকি? কাকা খবরের কাগজটা পড়তে পড়তেই বললো, কেন রে? কী হয়েছি কী ?

— আর বলো কেন, মাঠের ধান তো উঠোনেই পড়ে আছে। মড়াই তো আর বাঁধা হয়নি গো, বিক্রি করে দেব বলে।

—তা বিক্রি করে দিবি কেন? এখন তো ধানের দাম নেই।

—দাম নেই তো কী হয়েছে, ধার-দেনা গুলোতো মেটাতে হবে নাকি।

—সে তো বটেই। তা গায়ের ঐ সাকিমের আড়তে দিয়ে দেগা।

—ঐ দামে দিতে গেলে তো বিষ খেতে হবে গো খুড়ো। তুমি যে বললে সরকারের কাছে বিক্রি করলে একটু ভালো দাম পাবো।

—তা পাবি। কিন্তু সেতো বড্ড হ্যাপা রে। সামলাতে পারবি তো?

—হ্যা গো খুড়ো একটু লাভ পেতে গেলে তো ঝামেলা পোয়াতেই হবে।

—হু, সরকারি দামও তো এখন ১৪২০ টাকা করে পাবি। আর আড়তে দিলে তো ছশো টাকা বস্তা দাম পাবি। সেটা দ্যাখ।

এই কথোপকথনের মাঝে দুগ্গা বাগ বললো, খুড়ো আজ একবার চলো না ক্যানে বিডিও অফিসে। ধানটা তাহলে বিক্রি হয়ে যাবে। ওপাড়ার করিমচাচা বলছিল এখন নাকি ধান কেনা শুরু হয়েছে।

—তাই চল। আজ তাহলে দশটা নাগাদ বের হবো। আমাদেরও কিছু বিক্রি করে দেব তাহলে।

—তাহলে এখন আমি উঠি গো খুড়ো। আউষে মাঠ থেকে ঘুরে এসে গা-ধুয়ে চাড্ডি খেয়ে আমি চলে আসছি। বলে দুগ্গা চলে গেল।

কাকাও কম্বল, রেডিও, চায়ের গ্লাস-বাটি সব কোলদাবা করে বাড়ির দিকে ঢুকে গেল।

ঘন্টাখানেক পর দুগ্গা রাস্তা থেকেই হাঁক পাড়লো, খুড়ো! ও খুড়ো! রেডি হয়েছো খুড়ো। আমি এসে গেছি। দুয়ারে বসছি। এসো।

বাড়ি থেকেই কাকা উত্তর দিল, হ্যাঁ, হ্যাঁ বস। এই হয়ে গেছে। যাচ্ছি দাঁড়া।

কিছুক্ষণ পর পঞ্চাকাকা বেরিয়ে এলো। সেই ট্রাডিশন্যাল ড্রেসে। হাটুর উপর ধুতি, বগলে কাঠের বাঁটের ছাতা আর হাতে সেই পরশমার্কা হলুদ থলে নিয়ে। চল দুগ্গা, বলে বিডিও অফিসের উদ্দেশ্যে রওনা দিল।

যথাসময়েই কাকা আর দুগ্গা জু'জনেই বিডিও অফিসে এসে গেছে। তখনও কোনো বাবুরই পাত্তা নেই। দুগ্গা বাঁধানো গাছতলায় বসে একটা বিড়ি ধরালো। কাকা এদিক-ওদিক ঘুরে দেখতে লাগলো। এইভাবে বসে বসে প্রায় দু-ঘন্টা কেটে গেল। কারোর কোনো পাত্তা নেই। যাকেই জিজ্ঞাসা করে কাকা, বলে—একটু বসুন যিনি অফিসার তিনি এসে যাবেন। কাকাদের অপেক্ষা ছাড়া উপায় নেই। দুগ্গা তো নীরব দর্শক। দু-পয়সা লাভের আশায় ধৈর্য ধরে বসে বসে বিড়ি ফুকেই যাচ্ছে। অবশেষে অফিসারবাবু এলেন হেলতে-দুলতে। কাকা রুমের সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। উনি ঢোকা মাত্রই কাকা বললেন, স্যার ... কিছু বলার আগেই অফিসারবাবু ধমক দিয়ে বলে উঠলেন, থামুন। এই তো দেখছেন সবেমাত্র এলাম। চেয়ার-টেবিল একটু মুছতেও দেবেন না দেখছি।

কাকা বলেন, আসলে সেই সকাল থেকে বসে আছি তো!

—তা কী হয়েছে? আপানাদের যদি কোনো কাজকর্ম না থাকে। সেই সকাল থেকে এসে ধর্না দিয়ে বসে আছেন। আমাদের তো বাসে ট্রেনে আসতে হয় না-কি? আর সকালে একটু সংসারটাও সামলাতে হয় না-কি?

কাকা আর কথা বাড়ালেন না। কাজের স্বার্থে অন্যায়টাই সহে নিলেন আর ভাবলেন, সত্যিই তো সংসারই তো আগে। আমাদের তো আর সংসার নেই। তা বাবা চাকরিটা ছেড়ে ভালো করে সংসারটাই করোগা না, কে বারণ করেছে। জনগণের পয়সায় মাস মাইনেটা হয়। অফিসারবাবু এদিক-ওদিক করে হাত-পা ধুয়ে, চেয়ার-টেবিল ঝেড়ে, কিছু খাতাপত্র, ফাইল আলমারি থেকে বের করে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বললেন, একটু দাঁড়ান। একটু ক্যান্টিন থেকে আসি। আধ ঘন্টা পর বাবু এসে চেয়ারে বসলেন। এসে কাজের ব্যস্ততা দেখালেন। ভুলেই গেছেন যে কাকাকে দাঁড়াতে বলেছিলেন। কাকা জানালার ফাঁক দিয়েই বললেন, স্যার ... মাথাটা তুলে

—এরপর তিনের পাতায়

পঞ্চাকাকার পাঁচালী

ভাইপো

নতুন চিঠি

১১ জানুয়ারি, ২০১৫

তৃণমূল নিজেই তার স্বরূপ তুলে ধরছে

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের মুখে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী আর বেশ কিছু নেতার মুখে রাজনৈতিক আদর্শের বাণী ও কর্মীদের আচরণে নানা নিষেধাজ্ঞার বার্তা শোনা যাচ্ছে। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা পরিত্যাগের কথা বলছেন, বিরোধী দলের সভা-মিছিলে আক্রমণে নিষেধাজ্ঞা জারি করছেন, প্রোমোটরি ও সিন্ডিকেট রাজকে পরিত্যজ্য বলে ঘোষণা করছেন, দলের অন্তর্কলহের অবসান চেয়েছেন। বঙ্গেশ্বরীর এই মহান সব বার্তাই প্রমাণ করে তাঁর শাসনকালে পশ্চিমবঙ্গ এতদিন কোন পথে চলেছে। প্রমাণ হয় বিরোধীদের এ সংক্রান্ত অভিযোগগুলি একেবারেই মিথ্যা ছিল না, এবং বঙ্গেশ্বরীর মহানির্দেশ সত্ত্বেও ঘটনাগুলি ঘটেই চলেছে। আসলে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের ক্রমবর্ধমান প্রতিকূল মনোভাব ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠায় তাদের আশ্বস্ত করে ভোট আদায়ের ফন্দি ছাড়া এ আর কিছুই নয়। আসলে তৃণমূল আছে তৃণমূলেই।

এবার আবার দেখা যাচ্ছে, ভোটে জল মিশিয়ে জয় সুনিশ্চিত করার পথ পরিত্যাগের জন্যও তৃণমূলের কর্মীসভায় আহ্বান জানালেন সৌগত রায় ও ব্রাত্য বসু। অর্থাৎ মিথ্যা ভোটের জল মিশিয়েই যে এতদিন তৃণমূল জিতে এসেছে, সে সত্যটিও তাঁরা নিজেরাই উন্মোচন করে দিলেন।

শুভবুদ্ধির এবংবিধ কপটতার পাশাপাশি চলছে নানা মোচ্ছবের এবং দান-ধ্যানের মাধ্যমে জনসন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা। ফলে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে চলেছে রাজ্যের ঋণের বোঝা। একদিকে চলছে বামফ্রন্টের ৩৪ বছরের ঋণের বোঝার বাঁধা বুলি, অন্যদিকে তৃণমূল শাসনের মাত্র সাড়ে চার বছরের শাসনেই ঋণের বোঝা ৩৪ বছরকে ছাড়িয়ে ক্রমশই আকাশ ছোঁয়া হয়ে উঠছে।

সম্প্রতি শিল্পায়ন নিয়ে একের পর এক শিল্পপতিদের নিয়ে মোচ্ছবের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা চলেছে যে এবার পশ্চিমবঙ্গে শিল্পায়নে জোয়ার বইবে। অতি সম্প্রতি বিশ্ব-বঙ্গ সম্মেলনে যত কোটি টাকা খরচ হয়েছে, সেই পরিমাণ বিনিয়োগও ঘটবে বলে মনে করার কারণ নেই। কেননা যে পরিকাঠামো ও সরকারের প্রতি যে আস্থা শিল্পায়নের আবশ্যিক শর্ত, পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল শাসনে তেমন কিছু আছে বলে শিল্পপতিরা মনে করছেন না। বরং টাটার কারখানা থেকে শুরু করে যে প্রবণতা তাঁরা দেখেছেন, তার ফলে মুখে বললেও কার্যত কোনো শিল্পপতিই এগিয়ে আসতে ভরসা পাচ্ছেন না।

তৃণমূলি শাসনের অবসানই যে পশ্চিমবঙ্গকে রাক্ষা করার আশু শর্ত তা জনগণের কাছে ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এই পরিস্থিতিতে বিরোধী দলগুলির সঠিক রণকৌশলই পশ্চিমবঙ্গকে রক্ষা করার অন্যতম শর্ত।

বন্ধু হন

মারণ ব্যাধি ক্যানসারে আক্রান্ত বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের মেধাবী ছাত্র আশিষ ধারা। ব্যয়বহুল চিকিৎসা। যা আশীষের পক্ষে বহন করা অসম্ভব। বাড়ির উঠোন সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিক্রি করেও তার পরিবার মাত্র দেড় লক্ষ টাকা পেয়েছে। কিন্তু পাশে দাঁড়িয়েছে তার সহপাঠীরা। বাকি টাকা জোগারের ভার তুলে নিয়েছে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা। তারা দল বেঁধে সহপাঠী আশীষের জন্য গোটা শহরময় ঘরে বেড়াচ্ছে। ঘুরে ঘুরে টাকা তুলছে। এগিয়ে আসছেন বর্ধমান শহরের ছেলে আশীষেহ জন্য পথচলতি মানুষজন। এগিয়ে আসছেন শহরের বাসিন্দারা।

এক ডজন প্রশ্ন

১. কলকাতায় 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল'-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন কবে হয়েছিল? কে করেন? কে স্থপতি ছিলেন? কত বছর সময় লেগেছিল?
২. অশোকচক্র পদক দেওয়া কবে শুরু হয়? কেন হয়?
৩. পৃথিবীর উচ্চতম অট্টালিকা দুবাই-এর বুর্জ খলিফার কবে উদ্বোধন হয়েছিল? কত তলা এবং উচ্চতা কত?
৪. স্বাধীনতার পর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে অবৈধ বলে সরকারের ঘোষণাকে হাইকোর্ট কবে বেআইনি বলে রায় দেয়? কোন কোন হাইকোর্ট এই রায় দেয়?
৫. কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা কার সুপারিশে কবে জনগণমন কে জাতীয় সঙ্গীতের স্বীকৃতি দেয়? জাতীয় সঙ্গীত কত সময়ের মধ্যে গাওয়া শেষ করতে হয়?
৬. কোন রাজ্যকে ভেঙে মহারাষ্ট্র ও গুজরাট রাজ্য তৈরি হয়? কবে হয়েছিল?
৭. পৃথিবীর মধ্যে প্রথম ডাকটিকিট কবে কে ছাপান? নাম কী ছিল?
৮. বর্ধমান শহরে বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুল কবে স্থাপিত হয়?
৯. বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতাটি কবে কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল?
১০. ভারতের জাতীয় কংগ্রেস দল কবে ভারত বিভাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে?
১১. বর্ধমানে মেঘনাদ সাহা তারামণ্ডলের (গোলাপবাগ) কবে উদ্বোধন হয়?
১২. কবে অ্যাপেল কম্পিউটারের কর্ণধার স্টিভ জোবস আইফোন বাজারে এনেছিলেন?

(উত্তর শেষের পাতায়)

স্যার, আমাদের অবস্থা ওদের জন্য খারাপ হচ্ছে

পঙ্কজ পাঠক

লড়াইটা কয়েকদিন চলল। একদিকে দেশের বিরুদ্ধে জেহাদ, অন্যদিকে জোয়ানদের লড়াই আর তারপর কয়েকজনের শহিদ হওয়ার জন্য গর্ব। পাশাপাশি বিতর্কও হচ্ছে বায়ুসেনার গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিতে নিরাপত্তার এত ফাঁকফোঁকর কেন। আগেও জঙ্গিরা নাশকতা করেছে, ভবিষ্যতেও করার জন্য ওঁত পেতে থাকবে। জঙ্গিদের নাশকতা এখন বিশ্বব্যাপী, কার বুকে কখন বুলেট লাগবে, কোন বাড়িটা বোমা বিস্ফোরণে উড়ে যাবে, কোন সেতু গ্রেনেড ছুড়ে ভেঙে দেবে বলা মুশকিল। জঙ্গিদের টাকা জোগারের অর্থনীতি, তাদের রাষ্ট্র গড়ার আকাঙ্ক্ষা, বিভিন্ন দেশের মধ্যে অস্থিরতা তৈরির কারণ—এসব নিয়ে বিস্তর আলোচনা হচ্ছে, আলোচনা জারি থাকবেও।

আফগানিস্থান কিংবা পাকিস্তানের জঙ্গি অধ্যুষিত অঞ্চলে যারা কালা নিকভ, রকেট লঞ্চার কাঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়ায় তারা সচ্ছল পরিবারের ছেলে নয়। অশিক্ষা, দারিদ্র্য আর বঞ্চনার ঘুর্ণিপাকে ঘুরতে থাকা যুবকদের জেহাদি হওয়ার ফাঁদে ফেলে সুযোগসন্ধানীরা। আমেরিকার বাহিনী তাদের ধরতে পারলে উড়োজাহাজের পেট থেকে সমুদ্রে যে অঞ্চলে হাওরের ঝাঁক ঘুরে বেড়ায় সেখানে ফেলে দেয়। আবার বাসের মধ্যে জঙ্গিদের পুরে বায়ু অবরুদ্ধ করে ছটফটিয়ে মেরে ফেলে। এমন সব খবর আমরা সংবাদমাধ্যম থেকেই জেনেছি। চোখের বদলে চোখ বা দাঁতের বদলে দাঁত দিয়ে ইরাক, সিরিয়া, আফগানিস্তানে জঙ্গি দমন করা যায়নি, এভাবে দমন করা যাবেও না। আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স-এর মাতব্বররা কোনোদিন ভাবেনি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার গরিব দেশগুলোর ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখার সুযোগ করে দেওয়া উচিত, অন্নসংস্থানের জন্য কাজের উৎস তৈরি করা দরকার, অসুখ ও অপুষ্টিতে ভুগতে থাকা দরিদ্র মানুষদের জন্য চিকিৎসা ও খাদ্যের ব্যবস্থা করে দেওয়া প্রয়োজন। তারা যুদ্ধখাতে হাজার হাজার কোটি ডলার খরচ করছে কিন্তু খরচটা বঞ্চিত মানুষদের মুখে হাসি ফোটানোর ব্যবস্থা করতে নয়। আমরা যখন জানতে পারি পাঠানকোটে এক জঙ্গি মাকে মোবাইলে বলে—মা আমি কুরবানি দিতে যাচ্ছি, উত্তরে মা বলেন খেয়ে যাস—তখন বোঝা দরকার কোন পরিস্থিতির মধ্যে থাকতে থাকতে মানুষ এমন হয়ে যায়। যাদের মাথা খেয়ে কুরবানি দিতে পাঠানো হয় তারা উষর মরুভূমিতে বেঁচে থাকার জরুরি উপাদান না পেতে পেতে সহজেই মরিয়া হয়ে ওঠে।

আমাদের দেশে জঙ্গি কার্যকলাপের জন্য সংখ্যালঘুদের মনে গভীর রেখাপাত ঘটে। তারা আমাদের পাশে বাস করে ঠিকই কিন্তু তারা এসব দেখে সুখে থাকতে পারে না, পারা সম্ভব নয়। জঙ্গিরা যেহেতু মুসলমান এবং ইসলামের নামাবলি গায়ে দিয়ে মানুষ মারে, তাই তারা ভয় পায়। কারণ এদেশের সংখ্যাগুরুর বিদ্বেষের অভিমুখ যদি তাদের দিকে তীব্র হয়ে ওঠে। খাদ্য নিয়ে বিদ্বেষ আমরা দেখেছি, যুক্তিবাদীদের হত্যার ঘটনাও কাগজে পড়েছি, সংখ্যাগুরুর বিদ্বেষ কখন কোথায় কীভাবে দানা বাঁধবে বোঝা মুশকিল। মুসলমানদের ভয় পাওয়া অস্বাভাবিক নয়। আমরা যারা সংখ্যাগুরুর দলে আমরা ঠিক ওদের মনের অবস্থাটা বুঝতে পারব না। যেমন শ্রীলঙ্কার সংখ্যাগুরু সিংহলিরা সংখ্যালঘু তামিলদের মনের কথা বোঝেনা ভাবেও না, তামিলরা সেখানে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক, যেমন বাংলাদেশের হিন্দুরা কুঁকড়ে থেকে দিনযাপন করে, কারণ ওখানে হিন্দুরা সংখালঘু। যে-সমস্ত দেশে সংখ্যাগুরু আর লঘুর মধ্যে টেনশন তৈরি হয়েছে সেখানেই সংখ্যালঘুরা ভবিষ্যতে কী হবে এই আশঙ্কার দোলাচলে দিন কাটায়।

আমার এক মুসলমান ছাত্র এবার সি বি এস ই পরীক্ষা দেবে। বর্ধিষ্ণু ও শিক্ষিত পরিবারে বড় হয়েছে, ধর্মীয় ভেদাভেদকে গুরুত্ব দিতে শেখেনি, আমার বাড়ির খাবার টেবিলে সে ভাত মুরগির ঝোল খেতে দ্বিধা করে না, টিক্কা কাবাব আমরা একই প্লেট থেকে খাই। এবার পাঠানকোটে জঙ্গি-জোয়ান লড়াই যখন চলছে তখন দেখলাম ছাত্রটি মুখ কাঁচুমাচু করে বসে আছে। হঠাৎ আমাকে বলল, স্যার ওদের জন্য আমাদের অবস্থা খারাপ হচ্ছে। আমি বললাম, কই এখানে তো কোনো সমস্যা নেই। ছাত্রটি বলল, দেশের কথা বলছি স্যার। বুঝলাম এই আশঙ্কা ওর একার নয়, ওর পরিবারের সকলের ন্যায় দেশের সমস্ত মুসলমানদের।

সহমর্মিতা ক্ষতের শুশ্রুষা করে, ভয় পাওয়া মানুষকে আস্থা ফিরে পেতে সাহায্য করে, কিন্তু আমরা সংখ্যালঘুর মনের পরিস্থিতি বুঝতে না পারলে সহমর্মিতা দেখানো সম্ভব নয়। এখন অনেকেই বলছেন ধর্মান্ধ কার্যকলাপ অর্থনীতির ওপর আঘাত করে। কিন্তু তেমন আলোচনা হচ্ছে না পাকিস্তানি জঙ্গিদের কার্যকলাপে এদেশের মুসলমানদের হৃদয়ে কেমন তোলপাড় চলছে। কবির মতো আমরা হয়তো শিশিরের শব্দ শুনতে পাইনা, কিন্তু সংখ্যালঘুর মনের অবস্থা বোঝা কি এতই শক্ত? চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারব। তবে ইচ্ছেটা থাকা চাই। অবশ্য আমাদের এই ইচ্ছে তৈরি হতে আরও কতদিন সংখ্যালঘুদের অপেক্ষা করতে হবে কে জানে।

দুই কথা সাহিত্যিকের জন্মশতবার্ষিকী

অরুণ মজুমদার

গত ৩ জানুয়ারি বর্ধমানের আমোদবিহারী বসু ভবনে (এ বি টি এ হল) অনুষ্ঠিত হল বিগত দিনের দুই দিকপাল সাহিত্যিকের জন্ম শতবার্ষিকী। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ড. অরবিন্দ দাস।

দু'জনেরই জন্ম ১৯১৬ সালে। নরেন্দ্রনাথ মিত্র ফরিদপুরের একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সুশীল জানা জন্মেছিলেন মেদিনীপুর শহরে। দু'জনেই কলকাতায় এসে উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত করেন। নরেন্দ্রনাথ ১৯৫১ সাল থেকে আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন। আমৃত্যু ওই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের করাল ছায়া জনজীবনে যে প্রভাব ফেলেছিল সেই যন্ত্রণা থেকে জীবনকে দেখেছিলেন এবং শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন। দাঙ্গা-মন্বন্তর সহ দুঃসহ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি তাঁর গল্প, উপন্যাসে মূর্ত হয়ে উঠেছে। গল্প-গ্রন্থ ৫১টি এবং উপন্যাসের সংখ্যা ৩৮টি। এখনো বহু গল্প বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে। সত্যজিৎ রায়ের মহানগর, রাজেন তরফদারের 'পালঙ্ক', অগ্রগামীর 'হেডমাস্টার' তাঁর উল্লেখযোগ্য চলচিত্রায়িত আখ্যান। পুত্র ড. অভিজিৎ মিত্রের সম্পাদনায় তাঁর রচনাবলী নতুন করে প্রকাশিত হচ্ছে।

সুশীল জানা ৪৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। সেই সময়কার অস্থির সময় তাঁকে রাজনীতির অঙ্গনে নিয়ে আসে। মুরলীধর গার্লস কলেজে ১৯৪৯ থেকে ১৯৮১ পর্যন্ত অধ্যাপনা করেন। কবি হেমচন্দ্র বাগচির হাত ধরে সাহিত্যজগতে প্রবেশ। একাধিক পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 'অরণি', 'স্বাধীনতা', 'পরিচয়' ইত্যাকার পত্রিকা সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হবার ফলে ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় উদ্ভূত বিপন্ন আর্থসামাজিক অবস্থা তাঁর লেখায় উঠে আসে নিপুণ দক্ষতায়। তাঁর রচিত উপন্যাসের সংখ্যা ৭টি এবং ছোট গল্প সংকলনের সংখ্যা ৯টি। এখনো প্রচুর গল্প গ্রন্থনের অপেক্ষায়। 'বঙ্কিম পুরস্কার', শরৎচন্দ্র স্মৃতি পদক' ছাড়াও গৌতম ঘোষ পরিচালিত 'দখল' চলচ্চিত্রটি 'স্বর্ণ-কমল' লাভ করে। বাংলা চলচ্চিত্র পুরস্কার সমিতিও পশ্চিমবঙ্গ জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন পৃথকভাবে তাঁকে শ্রেষ্ঠ কাহিনীকারের পুরস্কারে ভূষিত করে। তাঁর পুত্র ড. রঙ্গনকান্তি জানার সম্পাদনায় তাঁর রচনাবলী প্রকাশিত হচ্ছে। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. পল্লব কান্তি সেনগুপ্ত এই দুই কথাশিল্পীর রচনাবলী নিয়ে বিশদে আলোচনা করেন। তিনিই ছিলেন এ সভার মূল বক্তা। এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক উদয়চাঁদ দাস, রবিন্দ্রভারতীর অধ্যাপক সুরঞ্জন মিদ্দে, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. খোকনকুমার বাগ, ড. রঙ্গনকান্তি জানা, ড. প্রণব বিশ্বাস প্রমুখ। 'অন্তর্মুখ' পত্রিকার উদ্যোগে 'ভারতে বহুত্ববাদ ও সাম্প্রতিক সংকট : সমাজ ও সাহিত্য' শীর্ষক একটি সময়োপযোগী বিষয় নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠানটিকে সমৃদ্ধ করে।

নিরন্তর বর্ধমান চর্চা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : বর্ধমানের প্রাচীনত্ব নিয়েও নিরন্তর গবেষণা চলছে। অতীতের বিদেশী ভ্রমণপিপাষুর লেখা, মঙ্গলকাব্য, মন্দির মসজিদের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ থেকে ইতিহাস উৎখননের একটা প্রয়াস লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ২০০৮ সালের প্রথম দিনটিতেই কয়েকজন অনুসন্ধিৎসু মানুষ গঠন করেছিলেন 'বর্ধমন ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব চর্চা কেন্দ্র'। প্রতি বছরই পুরাতত্ত্বের গবেষণামূলক বিষয়ে আলোচনাসভা করেন।

এবারও ১০ জানুয়ারি 'জাগরী' সভাঘরে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। বিষয় রাজস্তরের ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বের কর্মশালা। উদ্বোধন করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. রজত সান্যাল। স্বাগত ভাষণ দেন সংগঠনের অধিকর্তা ড. গোপীকান্ত কোঙার।

প্রয়াত ইতিহাসবিদ অমলেন্দু গুহ স্মরণে মঞ্চটি নিবেদিত হয়। সম্মাননা জানানো হয় লোকভারতী, বাঁকুড়ার সাহিত্যিক অজয় কুমার বোস এবং বিশেষভাবে সম্মানিত করা হয় সাহিত্যিক সন্তোষ কুমার কুণ্ডুকে। তিনি একটি পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। তাঁর স্মৃতিচারণে পুরানো বর্ধমানের একটা ছবি তুলে ধরেন। ড. রজত সান্যাল স্লাইড সহযোগে প্রত্নতাত্ত্বিক কিছু নিদর্শন তুলে ধরেন। এরপর দুটি পর্যায়ে কর্মশালায় প্রায় জনা পনেরো তরুণ-তরুণী তাঁদের গবেষণাপত্র পাঠ করেন। অজয়কুমার ঘোষ গ্রামের ইতিহাস রচনার উপাদান সংগ্রহ পদ্ধতি সহজ সরল ভাষায় তুলে ধরেন একটি দীর্ঘ নিবন্ধে।

অনুষ্ঠানটি প্রথমার্ধে উপস্থাপন করেন সংস্থার সম্পাদক ড. সর্বজিৎ যশ। এরপরে কর্মশালা সঞ্চালনায় ছিলেন শিবানন্দ পাল এবং শিবশঙ্কর ঘোষ।

শিক্ষা ও পরীক্ষা

জেলায় উচ্চ প্রযুক্তি বিদ্যা শিক্ষার গতি-প্রকৃতি

রামপ্রণয় গাঙ্গুলি

ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা : স্বাধীনতার পর দেশকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে স্বনির্ভর করা, সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করা, জনজীবনে বিজ্ঞানের প্রয়োগ বৃদ্ধি করা। প্রাকৃতিক ও মানব সমাজের মেলবন্ধন ঘটিয়ে জনসাধারণের ব্যবহার্য পণ্যের চাহিদা মেটানো ও সর্বোপরি কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতির দেশে শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তিকে উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করে বিপুল কর্মসংস্থান ঘটানো—এরূপ বহুমুখী উদ্দেশ্য সাধনার্থেই দুর্গাপুরে তৈরি হয়েছিল ইস্পাত—বিদ্যুৎ, মিশ্রইস্পাত, খনিযন্ত্র, গ্লাস, সার প্রভৃতির মতো রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বড় বড় কারখানা। এই ধরনের কারখানাগুলি সহ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন অংশের প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রযুক্তিবিদ তথা ইঞ্জিনিয়ার এবং প্রযুক্তি বিজ্ঞানী গড়ে তোলার জন্য তৈরি হল আর ই কলেজ ও সি এম ই আর আই-এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলি। দেশের প্রথম ১৭টি রিজিওন্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের মধ্যে কমবেশি দু'বর্গ কিমি আয়তন বিশিষ্ট দুর্গাপুরেরটিও অন্তর্ভুক্ত; ১৯৬০ থেকে ২০০৩, দীর্ঘ ৪৩ বছর ধরে যা ছিল রাজ্য সরকারের পরিচালনাধীন। তখন ডিগ্রি দেওয়া হতো বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সিভিল, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, কেমিক্যাল ও মেটালারজি এই পাঁচ শাখায়। ছয়ের দশকের মধ্যভাগ থেকে চালু হয় স্নাতকোত্তর (এম.টেক) পাঠক্রম। তখন ডিগ্রি মেলা মাত্র উচ্চবেতনক্রম, পদ ও বিলাসবহুল বাড়ি গাড়ি সহ কাজও মিলত অনায়াসে। তৎকালীন ইঞ্জিনিয়ারদের সামাজিক কদর মর্যাদাও ছিল। ২০০৪ সাল থেকে তৎকালীন আর.ই.সি. সমূহ কেন্দ্রের পরিচালনাধীন হয় এন.আই.টি (ন্যাশানাল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি) নামে, সংখ্যাও সারা দেশে ১৭ থেকে বেড়ে হয় ৩০, এগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের (ডিমড্ ইউনিভারসিটি) সমতুল্য।

প্রযুক্তি বিদ্যাশিক্ষার পণ্যায়নের যুগে আমরা : ইদানিংকালে প্রত্যহই বেতারে একটি বিজ্ঞাপন ভেসে আসে—''ছেলের প্লেসমেন্টের নামে ফিজ নিয়েছে ...'', বিজ্ঞাপনভাষ্যের শেষে শ্রোতাদের পরামর্শ দেওয়া হয় ''উপভোক্তা আদালতে'' যাবার জন্য। সমাজটা হবে সহযোগিতামূলক, প্রতিযোগিতামূলক নয়—এই দর্শন আজ কতটা বিকৃত, বিধ্বস্ত ও ক্ষতবিক্ষত তার পরিচয় মেলে নিচের তথ্যরাজি থেকে (দ্রষ্টব্য : ৬ জানুয়ারি ২০১৬-র 'দি হিন্দু' দৈনিকের ৯ম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত একটি রিপোর্ট থেকে) :- ''The issue of sucides by engineering and medical aspirants came to the notice of the authorities last year after the number of deaths reached 18, the highest in the past five years. The number was a major increase than that witnessed in the year 2013 when 13 students committed sucide. In 2014 eight students committed sucide.''

''আমি অপরের থেকে অধিকতর আরামে থাকবো / আমার সন্তানকে বেশি বিলাসে রাখবো''—এই দর্শনে দীক্ষিত অভিভাবকদের একটি অংশ তাঁদের সন্তানদের রাজস্থানের 'কোটা'য় ব্যয়সাধ্য কোচিং করতে পাঠান, সেখানকার এই করুণ পরিণতি দেখে রাজস্থান হাইকোর্ট গত সোমাবার সংশ্লিষ্ট রাজ্য ও জেলাস্তরের কর্তৃপক্ষকে (মুখ্যসচিব, কোটার জেলাশাসক ও পুলিশ সুপার সহ) নির্দেশ দিয়েছেন যাতে কোচিং কেন্দ্রগুলিতে ভর্তির পূর্বেই বাবা-মা সহ সন্তানদের যথাযথ কাউন্সেলিং করা হয়।

পাশাপাশি আই.আই.টি বা মেডিকেল পড়ুয়ার আত্মহত্যার খবরও কখনও কখনও কানে আসছে বা সংবাদপত্রে পড়তে হচ্ছে।

উপরের প্রেক্ষাপটে জেলার পটচিত্র : একবিংশ শতকের ১ম দশক পর্যন্ত রাজ্যে কমবেশি ১০০টির মতো ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ / পলিটেকনিক স্থাপিত হয়েছে, মালিকরা তা করেছেন মুনাফার জন্য। জেলার উত্তর থেকে দক্ষিণের তুলনায় পূর্ব থেকে পশ্চিমে এর সংখ্যাধিক্য স্বাভাবিক। কারণ, শুধু জেলার নয়, রাজ্যের বা দেশের অন্যতম বুনিয়াদি বৃহৎ শিল্পাঞ্চল হল বর্ধমানের পশ্চিমাঞ্চল যে কারণে জেলাটি ভরতের 'রূঢ়' নামেও পরিচিত। যে কারণে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সংখ্যাও অনেক বেশি। সেই প্রতিষ্ঠানগুলিতেও ছাত্রাভাব ক্রমশ ক্রমবর্ধমান, লাভ-ক্ষতির অঙ্কে ছাত্র ভর্তির ন্যূনতম মানেরও অবনমন ঘটছে দ্রুত, অর্থাৎ ডিগ্রি / ডিপ্লোমাধারী বেকার, অর্ধবেকার (বাঁচার তাগিদে ১৫, ০০০ টাকা বেতনের চাকরি নিতেও বাধ্য হচ্ছেন) ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে সমাজ ক্রমশ ভারাক্রান্ত হচ্ছে। শিক্ষাব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগকারীরা ১০০ শতাংশ ক্যাম্পাসিং-এর বিজ্ঞাপন দিতেও কুণ্ঠা করছেন না, যাতে অভিভাবকরা ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রির ছাপ কিনতে সেখানে হত্যে দেন। ব্যতিক্রমী কিছু ক্ষেত্রে প্রকৃত মেধাবী পড়ুয়া একাধিক সংস্থায় কাজের সুযোগ পেলে, সেটিও হিসাবের মধ্যে ধরে বিজ্ঞাপনে ১৩৫ শতাংশ পর্যন্ত ক্যাম্পাসিং-এর বাজিও রাখা হচ্ছে।

বর্তমান এই বাস্তবতায় এন.আই.টি'র চিত্র তুলনামূলকভাবে আশাব্যাঞ্জক, যেখানে তীব্র প্রতিযোগিতামূলক নির্ণায়ক পরীক্ষার মাধ্যমে পড়ুয়ারা নির্বাচিত হন। দুর্গাপুরে পূর্বকথিত ৫টি শাখার সঙ্গে ক্রমশ ইনফরমেশন টেকনোলজি, কম্পিউটার সায়েন্স, ইলেকট্রনিক্স অ্যাণ্ড কমিউনিকেশন ও বায়োটেকনোলজি শাখা যুক্ত হওয়ায় মোট ৯টি শাখায় প্রতিবছর আণ্ডার গ্রাজুয়েট কোর্সে ৮০০ ছাত্র-ছাত্রী এখানে ভর্তি হয়, যার মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা গড় ২২ শতাংশ। এখানেও গত শিক্ষাবর্ষে ৮টি সিট ফাঁকা থেকেছে। এছাড়াও উল্লিখিত ৯টি শাখার স্নাতকোত্তর বিভাগের সঙ্গে এম.বি.এ ও এম.সি.এ-র পড়ুয়ার সংখ্যা যুক্ত করলে সংখ্যাটা দাঁড়ায় কমবেশি চার শতাধিক। আকাঙ্ক্ষিত প্লেসমেন্ট (চাকরি) না হওয়ায় অনেক পড়ুয়াই উচ্চতর পড়াশুনার দিকে ঝুঁকছেন, নিদেনপক্ষে ব্যক্তি / গোষ্ঠী মালিকানাধীন স্থানীয় কলেজের 'ফ্যাকাল্টি' হবার হাতছানিতে। আদালতে বিবেচনাধীন থাকায় প্রত্যক্ষ সরকারি বিভাগগুলির বর্তমানে ক্যাম্পাসিং-এ আসা স্থগিত আছে। একসময়ে কমবেশি ১০০ সংস্থা / কোম্পানি ক্যাম্পাসিং করতে আসত', তা নামতে-নামতে ২০০৪-এ ২২ শে পৌঁছায়, বর্তমানে তা বাড়লেও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি 'গেট (GATE)' পরীক্ষার ফলাফল দেখে সরাসরি নিয়োগ করে এবং মাসে ১ লাখ টাকার উপর বেতনক্রম যুক্ত কাজ জোটে মাত্র ২/৩ জনের। গত ৩ বছর আগেও এই সংখ্যাটি ছিল ৬/৭। বিশ্বমন্দার বাজারে অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীই শিক্ষান্তে মাসিক মাত্র ২৫,০০০ টাকার চাকরি নিতে বাধ্য হচ্ছেন। তাও এন.আই.টি (ডি)-র ওয়েবসাইট থেকে প্রাপ্ত ক্যাম্পাসিং চিত্র দেখলেই বোঝা যাবে সকল পড়ুয়াই পাঠান্তে কাজ পাচ্ছেন না (আই. ই. সি. থেকে এন.আই.টি হয়েছে ২০০৪ সালে) : ২০০৫ থেকে ২০১৫, বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা প্রাপ্ত হওয়ায় গত ১১ বছর ধরে নিয়ম করে কনভোকেশন হয়। ফি বছর, দেশ-বিদেশের জ্ঞানী গুণী বিজ্ঞানীরা আসেন। একবার বর্তমান রাষ্ট্রপতিও এসেছিলেন। তিনি ভিডিও মারফৎ বার্তা দেওয়া নেওয়াও করেন। শিক্ষকদের বিদেশে উচ্চ-প্রশিক্ষণের জন্য ও উচ্চ প্রযুক্তির ব্যবহারের জন্য বিশেষ বরাদ্দের ব্যবস্থা আছে। প্ল্যান-নন প্ল্যান খাতে বছরে কমবেশি ১০০ কোটি টাকা আসে জনগণের কর থেকে। দিন দিন পি.এইচ. ডি প্রাপকদের সংখ্যাও বাড়ছে, তাতে সমাজের কতটা উপকার হচ্ছে সে প্রশ্ন উঠে এসেছে রবীন্দ্রনাথ ও প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ১৫০ তম জন্মবার্ষিকীর একটি সমীক্ষা থেকে—দুই মনীষীর ছবি দিয়ে নাম লিখতে বলা হয়েছিল, বেশির ভাগ ছাত্র-ছাত্রী তা পারেন নি। সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় অধ্যাপকরা বলেন, 'ওঁরা আর এদের জীবনে প্রাসঙ্গিক নন, তাই এটাই স্বাভাবিক।' তাহলে অস্বাভাবিকটা কী?

সাল	ইউ.জি	পি.জি
২০০৫	৮১%	৫৮%
২০০৬	৯২%	৪৩%
২০০৭	৯৬%	৮৭%
২০০৮	৯৭%	৬৩%
২০০৯	৯৩%	
২০১০	৮৮%	
২০১১	৯০%	
২০১২	৮৫%	
২০১৩	৭৯%	
২০১৪	৫৮%	
২০১৫	৭০%	
২০১৬	৫৬% (৯ জানুয়ারি পর্যন্ত)	

ফুল হয়রানি সঙ্গে ৫০ শতাংশ হতাশা ফ্রি

—প্রথম পাতার পর

চশমার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে বললেন, হ্যাঁ বলুন, কী যেন বলছিলেন?

—স্যার, ধান বিক্রি করার জন্য এসেছি।

—এটা কি ধানের আড়ৎ পেয়েছেন নাকি?

—না স্যার, আসলে ধান বিক্রি করতে চাই সরকারিভাবে তাই।

—দেখুন মশাই ওটা আই.ডি.ও সাহেব দেখছেন। উনি দু-দিন ছুটিতে গেছেন, আমাকে দায়িত্ব দিয়ে গেছেন বটে তবে আমি এ ব্যাপারে কিছু বলতে পারবো না। উনি এলেই একদিন এসে সব জেনে যাবেন। আমার কিছু জানা নেই।

কাকা মনে মনে রাগলেন, ভাবলেন তাহলে চার্জটা নিয়েছেন কেন? চাষির ধান বিক্রি হচ্ছে না আর বাবুরা ফুর্তি করতে ছুটিতে গেছেন। কিছু না বলে কাকা শুধালো, তাহলে উনি কবে আসবেন?

—তা আমি কি করে বলবো? রেগেই অফিসারবাবু বললেন। সকাল থেকেই চড়া মেজাজ। মনে হয় বাড়িতে ঝগড়া করে অফিসে এসেছে। কাকা এই ভেবে চলে এলো গাছতলায়। দুগ্গা বসে ছিল। কাকাকে আসতে দেখে দুগ্গা হাঁসি মুখে উঠে দাঁড়ালো। কাকা এসে বললো, চল দুগ্গা আজ আর কিছু হবে না। পরে একদিন আসতে হবে। দুগ্গার মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

ঠিক সাতদিন পর পরের সোমবার কাকা আর দুগ্গা বাগ আবার বিডিও অফিসে এলো। কাকা এবার আই ডি ও সাহেবের ঘরের কাছে দাঁড়ালো। ঘরের সামনে তখন লাইনে বেশ কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছে। কাকা দুগ্গাকেও পিছনে দাঁড়াতে বললো। রোগা ছিপছিপে আই ডি ও সাহেব এলেন। একটু হাসিমুখো। ওই আগের অফিসারের মতো বেজারমুখো, এই টেম্পার নয়। কাকার দেখে ভালো লাগলো। লাইনে দাঁড়িয়েই আছেন কাকারা। কয়েকজন মাঝে মাঝে আসছে আর অফিসারের সঙ্গে ফিসফাস করে কথা বলে চলে যাচ্ছে। কেউ কেউ কয়েকটা করে স্লিপ নিয়েও চলে যাচ্ছে। লাইনে থেকে কয়েকজন চেঁচালে, ঐ ষন্ডামার্কা দাদারা থমকে বলে উঠেন, কে চেঁচালো? এত চেঁচামেচি করলে এখান থেকে বের করে দেব। চুপচাপ দাঁড়াবেন। কোনরকম ঝামেলা করার চেষ্টা করবেন না। মাথায় রাখবেন এখন আর সেই আগের মতো নেই।

কাকা লাইনে দাঁড়িয়ে ভাবছেন, ঠিক, এখন অর আগের মতো নেই। তখন ধান বিক্রি করতে মানুষকে এতো ঝামেলায় পড়তে হতো না। চাষি ধানের দামও পেয়েছে। এখন তো সব ফোড়েরা খাচ্ছে। কাকা চুপচাপ দাঁড়িয়েই থাকলো, দুগ্গাও সেঁটে গেছে। লাইন আর এগুচ্ছে না। ঘন্টা দুয়েক পর কাকাদের যখন পালা, সাহেব বললেন, একটু অপেক্ষা করুন, টিফিনটা সেরে আসি। কাকাদের পেটে তখন ছুঁচোয় ডন মারছে। কিন্তু লাইন থেকে বেরোনোর উপায় নেই; তাই পেটে কিল মেরেই দাঁড়িয়ে থাকলো। অবশেষে আধঘন্টা পর সাহেব আবার টেবিলে বসলেন। কাকার পালা এবার। কাকা বললেন, স্যার আমার ধানগুলো বিক্রি করতে চাই আর এই দুগ্গাও ওর ধানগুলো বিক্রি করবে।

—আপনাদের জমির দলিলগুলো কই?

—সে তো আনিনি।

—দলিল তো চাই। সঙ্গে ভোটার কার্ড। ব্যাঙ্কের পাশবই, পাসপোর্ট ছবি।

—আচ্ছা।

—এইগুলো অরিজিনাল আনবেন আর এক কপি করে জেরক্স। পরের বুধবারে আসবেন। বুঝলেন?

কাকা বুঝে হ্যাঁ বললেন। দুগ্গা শুনলো, ও তো কিছুই বোঝেনি। সে অতশত জানে না, বোঝে না। সে ভাবছিল যাবো আর ধান বিক্রি হয়ে যাবে। লাইন থেকে কাকা দুগ্গাকে সরিয়ে এনে বললো, কী বুঝলি দুগ্গা? ধান বিক্রি করা অত সহজ না রে। চল আজও বাড়ি চল।

দশদিন পর ঠিক পরের বুধবার আবার কাকা আর দুগ্গা বাগ বিডিও অফিসে এলো। সঙ্গে সব কিছু কাগজপত্র। কাকাদের দলিল সবই পৈত্রিক সম্পত্তি তাই কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু দুগ্গাদের তো পাট্টা জমি, তাই যা কাজগপত্র এনেছে জানে না এতে কাজ হবে কিনা। দুগ্গার থেকে কাকার টেনশন বেশি। যাই হোক আজও অনেকক্ষণ পর লাইনে কাকাদের পালা এলো। কাকা সব কাগজপত্র দেখালো এবং জেরক্সগুলো জমা দিল। দুগ্গার গুলোও দিল। অফিসার সব দেখলেন। দেখে বললেন, আপনার সব ঠিক আছে কিন্তু ওনার তো ভোটারকার্ডের সাথে ব্যাঙ্কের পাশবই-এর নাম মিলছে না।

—ওই একই ব্যক্তি সার। দুগ্গা আর দুর্গা বাগ। কাকা বললেন, কাকা বুঝলেন, দুগ্গা জানে, কিন্তু অফিসার তো মানে না। কী ঝামেলা। কাকা ভেবেছিল দলিলে আটকাবে। না শেষে নামে আটকালো। কাকা জিজ্ঞাসা করলো, তাহলে উপায় কি স্যার?

—একটা এফিডেবিট লাগবে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের। আপনাকে ত্রিশ বস্তার স্লিপ দিচ্ছি। ওটা সতীমা রাইস মিলে দেবেন।

কাকা তো অবাক। এতো ঝক্কি নিয়ে মাত্র ত্রিশ বস্তা! তাও আবার সতীমা মিল! সেতো ১৫ কিলোমিটার দূরে। কাকা কিছু না বলেই স্লিপগুলো নিল। কিন্তু দুগ্গার কোনো সুরাহা হলো না। কাকা দুগ্গাকে বললো, কী রে দুগ্গা, এফিডেবিট করতে হবে তো জেলায় গিয়ে কী করবি?

দুগ্গা একটা গোঁয়ো খিস্তি দিয়ে বললো, ছাড়ো তো। ও সব এপিট-ওপিট করার কোনো দরকার নেই। আমার গাঁয়ের হাকিমের আড়ৎই ভালো। যত লোকসানই হোক না কেন এসব ঝামেলার থেকে ওখানেই ধান দেব।

কাকা বললেন, আরে ওখানে তো দাম কম পাবি?

—যা পাই পাবো। তোমাদেরও তো কত ধান, মাত্র ত্রিশ বস্তা ধান বেচে কী লাভ হবে?

—ঠিকই বলেছিস। আরে আমাদের এর বেশি দেবে না। দেখলি না কত দাদারা এসে গোছা গোছা স্লিপ নিয়ে গেল। ওরাই দেখবি সেটা বিক্রি করবে।

সারাদিন না খাওয়া-দাওয়া। ক্লান্ত শরীর নিয়ে কাকা-দুগ্গা বাড়ি ফিরলো। একটু সন্ধ্যে হয়েছে, গ্রামের রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফিরছিল। তখন বেচারাম পাল হাতে একটা লাঠি, কিছু খাবার নিয়ে আসছে। কাকা জিজ্ঞাসা করলো, কী গো বেচু, কেথায় যাচ্ছো এই সন্ধ্যে বেলায়?

—আর বলো না কাকা, ঐ লাস্ট বাস ধরে সতীশ মিলে যাবে।

—কেন?

—ওখানে কাল থেকে ধানের বস্তা বোঝাই ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে রাতে পাহাড়া দিতে হবে।

—রাতে ধান পাহাড়া মানে?

—আরে বিডিও অফিসের স্লিপ নিয়ে ধান বোঝাই করে কাল আমরা আর কাকাদের দেওয়া একশো বস্তা ধান নিয়ে মিলে দিতে গিয়েছিলাম।

—তো?

—মিল মালিক আজও ধান নিচ্ছে না। বলে কি তাদের এখন মিল খালি নেই। সময় হলেই নেবে। তা আবার ফিরিয়ে আনবো। তাই রাত পাহাড়া দিতে হচ্ছে পালা করে। দেখি আজ রাতে নেয় কিনা।

—তা তোমরা একটু বলতে পারতে তো যে বিডিও অফিসের স্লিপ আছে তোমাদের।

—আর সে কথা। একটু চেঁচিয়ে উঠেছিলাম তো ওদের লোকজন এসে হুমকি দিয়ে বলে কি, বেশি কিছু করলে ধান নেবই না। ওদের কিছু করতে পারবো না কাকা আমরা।

কাকা ত্রিশটা বস্তার স্লিপ হাতে নিয়ে মুড়িয়ে দুগ্গার মুখের দিকে তাকালো। বেচারাম বাস ধরতে চলে গেল।

কী বুঝলি দুগ্গা? কাকা জিজ্ঞাসা করলো।

—বুঝেছি খুড়ো। এসব লোক ঠকানোর হাতবাক্স। যাদের লোকজন নেই তাদের ধান বিক্রি হবে না। আর আমাদের মতো খেটে-খাওয়া গরিব মুখ্য-সুখ্যু মানুষগুলোর জন্য সরকার নেই। তারা আমাদের জন্য ভাবেও না।

কাকা ভাবলেন, ঠিক তাই। সরকার ঢাকঢোল পিটিয়ে এত কাগজে টিভি রেডিওতে বিজ্ঞাপন দিয়ে ধান কেনা হচ্ছে বলে প্রচার করছে, তা শুধুই লোক দেখানো। আসলে মানুষের যা হয়রানি তা কল্পনার বাইরে। সরকারি পরিকাঠামো নেই আর ধান কেনার ব্যবস্থা করা এক প্রকার পাগলামি। তবে এতে কিছু ফোড়ে আর রাইস মিল মালিকদের সুবিধা হয়েছে। আখেরে তাদেরই লাভ আর চাষিদের হাল যা ছিল তাই। বরঞ্চ চাষির হাল আগের থেকে আরো বেহাল। শুধু হয়রানি ছাড়া আর কিছুরই ব্যবস্থা করেনি সরকার। কাকা আর দুগ্গা হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরে এলো।

ফিরে দেখা ২০১৫

সংকলন : কাজী আব্দুল করিম

—গত সংখ্যার পর

▶ **১ নভেম্বর** : গ্রিস উপকূলের কাছে স্যামন দ্বীপে শরনার্থী বোঝাই নৌকাডুবিতে ২৩ জনের মৃত্যু ঘটে।

▶ **২ নভেম্বর** : কমিউনিস্ট নেতা, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার প্রাক্তন স্পিকার (সব থেকে বেশি দিনের স্পিকার) হাসিন আব্দুল হালিম প্রয়াত হন। জন্ম ৫-৬-১৯৩৫।

▶ **৪ নভেম্বর** : দক্ষিণ সুদানের জুবায় কার্গো বিমান ভেঙে পড়লে ৪১ জনের মৃত্যু হয়। তিন জনকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা সম্ভব হয়।

▶ **৪ নভেম্বর** : ইংল্যাণ্ডের প্রাক্তন ক্রিকেটার অধিনায়ক টম গ্রেভনি (৮৮) প্রয়াত হন।

▶ **৫ নভেম্বর** : প্রয়াত হন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বিনয় কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (৮২) এবং যাত্রা গবেষক শৈলেন্দ্র প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (৯৯)।

▶ **৭ নভেম্বর** : সারা ভারত কৃষকসভার পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষক সভার রাজ্য কাউন্সিল অধিবেশন থেকে প্রাদেশিক কৃষকসভার সম্পোদক নির্বাচিত হন অমল হালদার সভাপতি হন নৃপেন চৌধুরী। নতুন রাজ্য খেতমজুর কমিটির সভাপতি হন মদন ঘোষ এবং সম্পাদক হন তুষার ঘোষ।

▶ **৮ নভেম্বর** : বিহারে বিধানসভা নির্বাচনে লালুপ্রসাদ নীতীশকুমার জোট ১৭৮ টি আসন পায়। বিজেপি দল পায় ৫৩টি আসন।

▶ **৯ নভেম্বর** : বর্ধমানের আউশগ্রামে সুটিং করে গেলেন অমিতাভ বচ্চন।

▶ **৯ নভেম্বর** : ১১টি ভাষায় সিনেমা ডাব করে গিনেস বুক অব ওয়াল্ড রেকর্ড-এ নাম তোলেন আন্ধ্র প্রদেশের চলচ্চিত্রকার রাজেন্দ্র বিনোদ।

▶ **১৩ নভেম্বর** : ফ্রান্সের প্যারিসে সন্ত্রাসবাদী জঙ্গি হানায় (একসঙ্গে সাত জায়গায়) ১৫৩ জনের মৃত্যু এবং ২৫০ জন গুরুতর জখম হন।

▶ **১৩ নভেম্বর** : মায়ানমার দেশের নির্বাচনে নোবেলজয়ী সু কির দল তাং সাং সু-কি ৮৫ শতাংশ আসন পেয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করে।

▶ **১৬ নভেম্বর** : প্রখ্যাত অভিনেতা সৈয়দ জাফরি (৭৬) লন্ডনে প্রয়াত হন। জন্ম পাঞ্জাবে।

▶ **১৭ নভেম্বর** : বিশ্বহিন্দু পরিষদের নেতা অশোক সিঙ্ঘল(৮৯) বয়সে প্রয়াত হন।

▶ **১৮ নভেম্বর** : শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক রঞ্জিত দাস (৭৫) প্রয়াত হন।

▶ **১৯ নভেম্বর** : সারদা কেলেঙ্কারি মামলায় রাজ্যের পরিবহনমন্ত্রী মদন মিত্রর জামিন খারিজ করে কলকাতা হাইকোর্ট।

▶ **১৯ নভেম্বর** : দক্ষিণ আফ্রিকার বৎসোয়ানার এক খনি থেকে ১,১১১ ক্যারাটের বিশাল হিরে পাওয়া যায়।

▶ **২০ নভেম্বর** : বিশিষ্ট যাত্রাশিল্পী ইন্দ্র লাহিড়ী (৭১) প্রয়াত হন।

▶ **২০ নভেম্বর** : বিহারে ব. ব. (তৃতীয়বার) মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে পুনরায় শপথ নেন নীতীশ কুমার।

▶ **২১ নভেম্বর** : নামিবিয়ার ক্রিকেটার রেমন্ড ভ্যান স্কুব (২৫ বছর) হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

▶ **২১ নভেম্বর** : বাংলাদেশের দুই যুদ্ধাপরাধী সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী ও আলি এহসান মহম্মদ মজাহিদকে ফাঁসি দেওয়া হয়।

▶ **২২ নভেম্বর** : দক্ষিণ কোরিয়ার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট কিম ইয়ং ম্যান প্রয়াত হন।

▶ **২৫ নভেম্বর** : পোর্তুগালের নতুন প্রধানমন্ত্রী হন ভারতীয় বংশোদ্ভুত আন্টোনিও ডি কোস্তা।

▶ **২৬ নভেম্বর** : কলকাতার গার্ডেনরিচ শিপ বিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড থেকে সাবমেরিন বিধ্বংসী যুদ্ধ জাহাজ 'কাডমাট' তৈরির কাজ শেষ হয়।

▶ **২৬ নভেম্বর** : ওড়িষ্যার চাঁদিপুর থেকে পরমাণু অস্ত্রবহনকারী পৃথ্বী-২'র সফল উৎক্ষেপন হয়।

▶ **৩০ নভেম্বর** : প্যারিসে বিশ্বের ১৫০টি দেশের রাষ্ট্র প্রধানরা হাজির হয়ে বিশ্বায়িত উষ্ণায়নের জন্য দায়ী গ্রিণ হাউস গ্যাস নির্গমণ কমানোর লক্ষ্যে ১২ দিনের সম্মেলন শুরু করেন।

▶ **২ ডিসেম্বর** : ভারতের সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হন টি এস ঠাকুর। জন্ম ৪-১-১৯৫২।

▶ **৮ ডিসেম্বর** : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধ্যাপক আমিন কারামি দীর্ঘ গবেষণার পর ব্যাটারি বিহীন পেসমেকার আবিষ্কার করেন।

▶ **১২ ডিসেম্বর** : প্যারিসে জলবায়ু বিষয়ের সম্মেলন শেষ হয়। ১৯৬টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা মিলিত হয়ে চুক্তি সম্পাদন করেন। আগামী ২২-৪-২০১৬ নিউইয়র্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে।

▶ **১৫ ডিসেম্বর** : বর্ধমানে পালিত হয় গাড়ি ও বাইক মুক্ত দিবস।

▶ **২১ ডিসেম্বর** : সাব. দা কেলেঙ্কারিতে তৃণমূল সহযোগী শিল্পী শুভাপ্রসন্নের বাড়ি (মুম্বাই) হোটেল, জমা টাকা (২৮ কোটি টাকা) বাজেয়াপ্ত করে ই ডি।

▶ **২৭ ডিসেম্বর** : সি পি আই(এম) দলের প্লেনাম উপলক্ষ্যে কলকাতার ব্রিগেডে বিশাল সমাবেশ হয়। এদিন থেকেই প্রমোদ দাশগুপ্ত ভবনে প্লেনাম শুরু হয়। প্রতিনিধি ৪৩৪ জন সমাবেশে রক্তপতাকা উত্তোলন করেন বিমান বসু। ৩৭ বছর আগে হাওড়ায় সালকিয়ায় এই দিন এই ধরনের প্লেনাম শুরু হয়েছিল।

▶ **২৭ ডিসেম্বর** : মালদায় গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের ৭৬ তম অধিবেশন শুরু হয়। উদ্বোধন করেন ইতিহাসবিদ ইরফান হাবিব।

▶ **২৮ ডিসেম্বর** : কলকাতা প্লেনামে সংগঠন সংক্রান্ত খসড়া প্রস্তাব পেশ করেন সি পি আই(এম)-এর সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি।

▶ **২৯ ডিসেম্বর** : প্রখ্যাত সঙ্গীতকার সুবীর সেন প্রয়াত হন।

▶ **৩১ ডিসেম্বর** : দুবাই-এর বুর্জ খলিফার প্রায় পাশেই ৬৩ তলা হোটেল 'দ্য অ্যাড্রেস ডাউন টাউন দুবাই'-এর ২০ তলায় আগুন লাগে। মৃত্যু না ঘটলেও ৬০ জন আহত।

সমাপ্ত

মহিলাদের মিছিল ও থানায় বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, গলসি, ৪ জানুয়ারি : ব্রিগেড যাওয়ার ফলে সরাসরি বাড়ি আক্রমণ করা হয় মহিলানেত্রী পুষ্প দে'র, হুমকি দেওয়া হয়। এর পূর্ব্বেও একাধিকবার আক্রান্ত হয়েছেন, হুমকি, লাঞ্ছনা ও শ্লীলতাহানির শিকার হয়েছেন বাহিরঘন্যা গ্রামের এক গৃহবধু, যার স্বামী সি পি আই(এম)-র কর্মী, তৃমমূলি দুর্বৃত্তদের এহেন আচরণের প্রতিবাদে ও গুণ্ডাদের শাস্তির দাবিতে আজ বিকালে বিক্ষুব্ধ কয়েকশত মহিলার মিছিল গলসি বাজার পরিক্রমা করে গলসি থানার সামনে অবরোধ করেন ও ওসি'র কাছে স্মারকলিপি দেন। থানার সামনে বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির জেলা নেত্রী ভারতী ঘোষাল, মণিমালা দাস, জয়শ্রী বিষ্ণু প্রমুখ।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। ১৯০৬ সালের ৪ জানুয়ারি, প্রিন্স অব ওয়েলস্, আর এন মুখার্জি, ১৫ বছর; ২। ১৯৫২ সালের ৪ জানুয়ারি, যুদ্ধক্ষেত্রে বা বাইরে কোথাও দেশবাসীকে রক্ষা করতে গিয়ে শহিদ বীর সেনাকে সম্মান জানাতে; ৩। ২০১০ সালের ৪ জানুয়ারি, ১৬০ তলা, ২৭১৭ ফুট; ৪। ১৯৫১ সালের ৫ জানুয়ারি; কলকাতা এবং মাদ্রাজ হাইকোর্ট; ৫। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর সুপারিশে ১৯৫৪ সালের ৫ জানুয়ারি, ৫২ সেকেন্ড; ৬। বোম্বাই রাজ্য, ১৯৬০ সালের ৫ জানুয়ারি; ৭। ইংল্যাণ্ডের স্যার রোল্যান্ড হিল, ১৮৪০ সালে ৬ জানুয়ারি, 'পেনি ব্ল্যাক'; ৮। ১৮৮৩ সালের ৬ জানুয়ারি; ৯। ১৯২২ সালের ৬ জানুয়ারি 'বিজলী' পত্রিকায়; ১০। ১৯৪৭ সালের ৬ জানুয়ারি; ১১। ১৯৯৪ সালের ৯ জানুয়ারি; ১২। ২০০৭ সালের ৯ জানুয়ারি।

প্রকাশিত হচ্ছে

তপোময় ঘোষ-এর গল্প সংকলন

'সাহস দেখানোর পালা'

সংগ্রহ করুন, পড়ুন, মতামত জানান।

প্রকাশক
একুশ শতক
কলকাতা

তথ্য কথা বলে

বিশ্বে স্বাস্থ্যের হাল

- বিশ্বে ১.২ বিলিয়ন মানুষ ভয়ানক দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করে (একদিনে এক ডলারের কম)www.who.int/hdp/porety/ex

ভারতের স্বাস্থ্যের অবস্থা

শিশুমৃত্যু—ভয়াবহ ৬৮ বছর স্বাধীনতার পর

- প্রথম ১ বছরের জীবনে ১৮টি শিশুর মধ্যে ১টি মারা যায়।
- পাঁচ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই ১৩টির মধ্যে একটি মারা যায়।
- ১০০০-এ ৭৭টি শিশু মারা যায় অপ্রাপ্তবয়স্ক মায়ের ক্ষেত্রে।
- শহর এলাকার চেয়ে গ্রামীণ এলাকায় শিশুমৃত্যুর হার শতকরা ৫০ ভাগ বেশি।

—ন্যাশনাল ফেমিলি হেল্‌থ সার্ভে (এন এফ এইচ-এস-৩) ২০০৫-০৬ কি ফাইন্ডিংস।

নাম/পদবী পরিবর্তন

● আমি সঞ্জিদা বিবি মোল্লা, স্বামী - ইব্রাহিম মোল্লা, গ্রাম ও পোঃ - ভোতা, থানা - আউশগ্রাম, জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ৪ জানুয়ারি, ২০১৬ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্রের প্রকৃত নাম MD. ADIL MOLLA, যা তার জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত MD. ABID MOLLA নথিভুক্ত হয়েছে। MD. ABID MOLLA এবং MD. ADIL MOLLA পিতা -IBRAHIM MOLLA এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি সোমা মিত্র, স্বামী - শ্রী স্বপন কুমার মিত্র, গ্রাম ও পোঃ - ওয়াড়ি, থানা - খণ্ডোঘোষ, জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ৬ জানুয়ারি, ২০১৬ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্রের নাম SOUMYA MITRA এবং তার পিতার নাম SWAPAN KUMAR MITRA। যা তার জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত SOUMOJIT MITRA এবং তার পিতার নাম SWAPAN MITRA নথিভুক্ত হয়েছে। SOUMYA MITRA, SOUMOJIT MITRA, পিতা- SWAPAN KUMAR MITRA এবং SWAPAN MITRA এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি সেখ নুর আলম, পিতা- মহিদ সেখ, গ্রাম - আটাগর, পোঃ - সুহারী, থানা ও জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ৫ জানুয়ারি, ২০১৬ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্রের প্রকৃত নাম SK RAFIKUL HASAN, পিতা - SK NUR ALAM যা তার ভোটারকার্ডে লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু রেশনকার্ডে ভুলবশত RFIKUL HASAN নথিভুক্ত হয়েছে। SK RAFIKUL HASAN এবং RFIKUL HASAN, পিতা - সেখ নুর আলম এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি তারকনাথ দত্ত, পিতা- কমলাকান্ত দত্ত, পূর্ব রসুলপুর, জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ৮ জানুয়ারি, ২০১৬ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার কন্যার প্রকৃত নাম SRIJA DUTTA, যা তার জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত CIZA DUTTA, পিতা - TARAK DUTTA নথিভুক্ত হয়েছে। SRIJA DUTTA, পিতা - TARAKNATH DUTTA এবং CIZA DUTTA, পিতা - TARAK DUTTA এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি রুকসোনা পারভিন, স্বামী - মির্জা রিজাজুল ইসলাম, আমতলা, পোঃ ও জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ১৪ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্রের প্রকৃত নাম MIRJA ARIYAN ISLAM, যা তার জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত MIRJA MINHAJUDDIN ISLAM নথিভুক্ত হয়েছে। MIRJA ARIYAN ISLAM এবং MIRJA MINHAJUDDIN ISLAM, পিতা -MIRJA RIJAJUL ISLAM এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি হরিপদ মণ্ডল, পিতা - পাঁচুরাম মণ্ডল, কাঞ্চননগর, খর্গেশ্বর পিরতলা, পোঃ - কাঞ্চননগর, থানা ও জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ৬ জানুয়ারি, ২০১৬ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পিতার প্রকৃত নাম পাঁচুরাম মণ্ডল, পিতা - প্রয়াত সুধীর মণ্ডল। যা আমার আধার কার্ড, প্যান কার্ড ও অন্যান্য নথিপত্রে নথিভুক্ত আছে। কিন্তু আমার পিতার ভোটার কার্ডে ভুলবশত অজয় মণ্ডল নথিভুক্ত হয়েছে। অজয় মণ্ডল এবং পাঁচুরাম মণ্ডল, পিতা - প্রয়াত সুধীর মণ্ডল এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি আব্দুল মোতালেব, পিতা - সামসের আলি মণ্ডল, গ্রাম - বক্সিনগর, পোঃ ও থানা - মঙ্গলকোট, জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কাটোয়া, বর্ধমানের নিকট এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্রের প্রকৃত নাম WASIM BARI MONDAL যা জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত WASIM BARE এবং আধারকার্ডে ভুলবশত WASIM BARI নথিভুক্ত হয়েছে। WASIM BARI MONDAL, WASIM BARE এবং WASIM BARI, পিতা - ABDUL MOTALEB এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

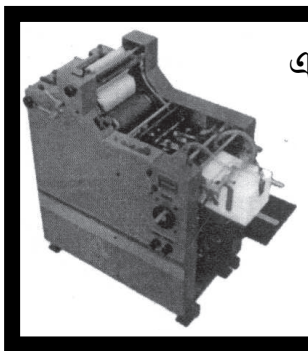

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

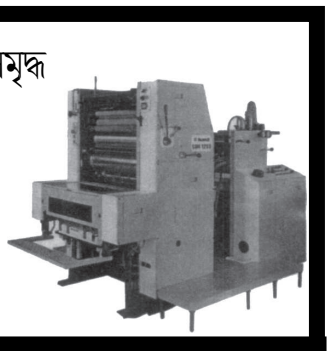

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ১ টাকা